৮০

0 9 MAY 1997

তারিখ: ~~09 MAR 1997~~
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

ছাত্র শিবির নেতা প্রহৃত

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের অবরোধ অব্যাহত

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার (৮ মে) ঃ গত সোমবার ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ-ছাত্র শিবির সঙ্ঘর্ষের সময় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের উপর পুলিশী হামলার অভিযোগ এবং তাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রলীগের দাবীর মুখে সরকার এএসপি (নর্থ) জনাব মারুফ হাসানকে বদলী এবং তাঁর দেহরক্ষীসহ দুইজন কনস্টেবলকে বরখাস্তের আদেশ দিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষ ভর্তির অবশিষ্ট পরীক্ষাসমূহ তাদের লাগাতার অবরোধের আওতামুক্ত করেছে। সে অনুযায়ী আজ পূর্ব-নির্ধারিত ফরেস্ট্রির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী শনিবার সামদ্রিক বিজ্ঞানের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া গতকাল (বুধবার) স্থগিত হয়ে যাওয়া কলা অনুষদ বা খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষাটি আগামী ১৫ মে (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এদিকে সোমবারের সঙ্ঘর্ষ এবং খ ইউনিটের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার মারাত্মাকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফরেস্ট্রির মাত্র ৪৮টি আসনে ভর্তির জন্য ৩ হাজার ৮৪ জন ভর্তিচ্ছু আবেদন করেছিল। কিন্তু আজ ভর্তি পরীক্ষায় দেখা যায়, ১ হাজার শ' ৭৬ জন ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসেনি। অর্থাৎ অনুপস্থিতির হার প্রায় ৪৮ শতাংশ। সোমবারের সঙ্ঘর্ষ ও নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে। নিয়ম অনুযায়ী একজন ভর্তিচ্ছু একাধিক ভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন করতে পারে। বর্তমানে ঢাকা ভার্সিটিতেও ভর্তি পরীক্ষা চলছে এবং আগামী রবিবার থেকে জাহাঙ্গীর নগর ভার্সিটিতেও ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। চট্টগ্রাম ভার্সিটির গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি ও অন্যান্য ভার্সিটিতে ভর্তির সিডিউল থাকায় ভর্তির আবেদন করা সত্ত্বেও এই বছর হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলো না। যারা ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে, আগামী ১৫ মে পুনঃনির্ধারিত খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে তারা আসবে কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ভর্তি কমিটির সভাপতি ও প্রোভিসি ডঃ আবু ইউসুফ জানান, ১৫ মে খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময় ও আসন বিন্যাস পূর্বের মতই বহাল থাকবে। পরীক্ষার দিন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ভার্সিটির সকল ছাত্র-ছাত্রী ও ভর্তিচ্ছুদের অভিভাবকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারের পর ক্যাফেটরিতে প্রবেশ না করার অনুরোধ করেছেন। এদিকে সেমিনারের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি আজও তদন্ত কাজ চালিয়েছেন। আগামীকাল বা পরশু তারা তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে পারেন। অন্যদিকে ছাত্রলীগের অন্যান্য দাবী-দাওয়া বাস্তবায়ন না হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা ব্যতীত ভার্সিটির অন্যান্য সকল কাজ-কর্ম তারা অবরোধের আওতায় রেখেছে এবং ভর্তি পরীক্ষার পর সর্বাত্মক অবরোধ চলবে বলে ছাত্রলীগ জানিয়েছে। বর্তমানে তারা ১নং সড়কের মাথায় অবস্থান করছে। অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছাত্র শিবির-ছাত্রলীগের সন্ত্রাস-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১নং সড়কের মাথায় ছাত্রলীগের অবরোধকে শিবির সন্ত্রাস হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছে, অবরোধের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তাকে বার বার নাই হুমকির সম্মুখীন করা হচ্ছে।

ছাত্র শিবির নেতা প্রহৃত

এদিকে ছাত্র শিবিরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, গতকাল সন্ধ্যায় নগরীর দৈনিক পূর্বকোণে শিবিরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বের হওয়ার পথে কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী ভার্সিটির রসায়ন ৩য় বর্ষের ছাত্র ও শিবির নেতা দিদারুল আলমকে অপহরণ করে এমইএস কলেজে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন চালিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। বর্তমানে সে একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই ঘটনার জন্য শিবির ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। শিবির সভাপতি জিএম রশিমুল্লাহ মাহবুবুর রহমান, নাসিরুল্লাহ প্রমুখ নেতা দিদারের উপর নির্যাতনকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করলে বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছেন।